‘আমাদের ব্যবসার প্রক্রিয়াকে সব জায়গায় কিছু মানুষ অনৈতিক মনে করে’

স্কট বারবার
প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইউনোক্যাল, বাংলাদেশ

গ্যাস রপ্তানি নিয়ে দেশে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছে। তেল কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস আছে বলে দাবি করে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে এবং ভারতে গ্যাস রপ্তানি করতে চাচ্ছে। অথচ দেশীয় বিশেষজ্ঞরা বলছে, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত গ্যাস নেই... এসব বিষয় নিয়ে ইউনোক্যাল বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন **সাইফুল হাসান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : গ্যাস সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে গ্যাস রপ্তানির সম্ভাবনা কতটুকু?

স্কট বারবার : আমরা আসলে এখনও রিপোর্টগুলো দেখছি। সেখানে কি আছে জানার জন্য। তবে রিজার্ভ সংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা খুশি। কারণ আমরা গ্যাস মজুত ও রিসোর্স যা উল্লেখ করেছিলাম রিপোর্টেও তাই উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে গ্যাস ব্যবহারের জন্য যে কমিটি ছিল তাতে তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় তারা পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেছে। এতে যে বাংলাদেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে সেটাও বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সার বা বিদ্যুৎ রপ্তানি করে ততটা লাভ হবে না। নতুন আবিষ্কার বলতে তারা কি বুঝিয়েছে আমরা তা পরিষ্কার নই। আমার ধারণা কমিটিও পরিষ্কার নয় এ ব্যাপারে। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইউনোক্যাল অদূর ভবিষ্যতে কোনো ড্রিলিং-এ যাবে না। আমরা বেশ কিছু গ্যাস রিজার্ভ আবিষ্কার করেছি। আমরা আগামী আট, দশ বছরের মধ্যে কোনো রকম ড্রিলিংয়ে যাচ্ছি না।

২০০০ : আপনি বললেন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আপনার ধারণা পরিষ্কার নয়। অথচ রিপোর্টে নতুন গ্যাসফিল্ড আবিষ্কার করার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আপনি আসলে কোন বিষয়ে পরিষ্কার নন?

স্কট : পরিষ্কার নয় মানে, ধরেন বিবিয়ানার রিজার্ভ এখন ২.৪ টিসিএফ। আমরা বিবিয়ানায় আরো ড্রিল করে যদি অতিরিক্ত গ্যাস পাই সেটা ৪/৫ টিসিএফ যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি গ্যাস রপ্তানি করতে পারবো। এ বিষয়ে রিপোর্টে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি।

২০০০ : ইউনোক্যাল সবসময় দাবি করে বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস আছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা তা মানেন না। আপনারা ইউএসজিএসের সার্ভের ৫০% সম্ভাবনাকে প্রমাণিত রিজার্ভের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন বাংলাদেশে অনেক গ্যাস আছে। এটা কি ভুল তথ্য পরিবেশন নয়?

স্কট : ইউএসজিএসের সঙ্গে আমরাও একমত। এখানে অনেক ধরনের গ্যাস ক্ষেত্র আছে যার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। ইউএসজিএসের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ৮ থেকে ৬৪ টিসিএফ গ্যাস রয়েছে। প্রচুর গ্যাস তো রয়েছেই।

২০০০ : কিন্তু বিশেষজ্ঞরা তো মানছেন না- তারা বলছে ভবিষ্যতে আমরা খুব বেশি হলে ৮ থেকে ১০ টিসিএফ গ্যাস পেতে পারি। এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন?

স্কট : যারা মানছেন না সেটা তাদের ব্যাপার। দেখেন বাংলাদেশের প্রচুর গ্যাস আছে। এ পর্যন্ত ১৫ টিসিএফ গ্যাস পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিবছর ০.৪% হারে গ্যাস ব্যবহার হয়েছে। এই হিসাব ধরলেও যা গ্যাস আছে তা দিয়ে অনেক বছর চলার কথা।

২০০০ : কত বছর?

স্কট : দেখুন গ্যাসের ব্যবসা অর্থই ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। আমি বিনিয়োগ করলাম কিন্তু গ্যাস পেলাম না। তাহলে আমার পুরো বিনিয়োগটাই লস। আমরা এখানে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছি। অতএব আমরা টাকাটা তুলে নিতে চাইবো। আপনি ব্যবসায়ী হলে কি তাই করতেন না? আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস আছে। এবং গ্যাস আছে বলেই এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছি। গ্যাস পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকলে কি আমরা বিনিয়োগ করতাম। কোনো ব্যবসায়ী কি তাই করতো? আপনি কি বলেন? অতএব চলবে- আপনাদের গ্যাসে অনেক

বছর চলবে। এটাই সত্য।

২০০০ : বিশেষজ্ঞরা বলছেন যা গ্যাস আছে তা দিয়ে বেশি দিন চলবে না।

স্কট : দেখেন এক সময় না এক সময় সেটা ৫০ বছর পরে হলেও গ্যাস শেষ হবে। আমি সঠিক জানি না কখন শেষ হবে। এখন কথা হল আপনি যদি গ্যাস রপ্তানি করতে না চান তবে আপনাকে বিদ্যুৎ বা সার কারখানা করতে হবে। এর জন্য প্রচুর টাকা লাগবে। আমার জানা মতে, এত টাকা আপনাদের নেই। সেক্ষেত্রে আপনাদের সামনে দুটো পথ থাকছে। এক দাতাসংস্থা, দুই. বিশ্বব্যাংক। আপনি দাতা সংস্থার কাছে যাবেন সে বলবে আমি তো এই লাইনে ব্যবসা করি না। বিশ্বব্যাংকের কাছে গেলে বলবে টাকা দিতে পারি কিন্তু তোমাকে এইভাবে খরচ করতে হবে। এরকম শর্ত আপনার ওপর থাকছেই। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলো বলছে বিনিয়োগ করতে পারি, তবে বিনিয়োগকৃত টাকাগুলো ফেরত পাবে তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। গ্যাস তো শেষ হবারই জিনিস।

২০০০ : বাংলাদেশ একটি গরিব দেশ। আর আপনারা বাংলাদেশের এই দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছেন বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে। অন্তত বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা এমনই মনে করেন। তো আপনারা কি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছেন, না লোভ দেখাচ্ছেন?

স্কট : দেখেন, বাংলাদেশের মতো একটা দেশে প্রচুর গ্যাস আছে এটা জেনে আমরা খুশি। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্যাস রিসোর্স মাটির ২/৩ হাজার ফুট নিচে থাকে। আর গ্যাস তো ফ্রি পাবার জিনিস নয়, কারণ এর জন্য প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। এটা কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় রাখা উচিত। যেমন জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডে আমরা ১৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছি।

২০০০ : আমাদের জানা মতে, জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড সরকার আপনাদের উপহার দিয়েছে বা উপহার পেয়েছেন বলা যায়। যে কাজটা জালালাবাদে আপনারা করছেন ওটা বাপেক্সও করতে পারত।

স্কট : কে বলেছে এ কথা আপনাদের? সেখানে আমরা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছি। ১৫০ মিলিয়ন ডলার নিশ্চয়ই মুখের কথা নয়। হ্যাঁ বাপেক্সও পারত। যদি তাদের হাতে ১৫০ মিলিয়ন ডলার থাকত, তবে অবশ্যই তারা সেটা করতে পারত।

২০০০ : কিন্তু এই ফিল্ড তো আপনাদের আবিষ্কার নয়।

স্কট : না, অবশ্যই না। এটা ছিল ফ্রি এই অর্থে যে, এই ফিল্ডটি উন্নয়নের জন্য প্রচুর বিনিয়োগের দরকার ছিল। যে টাকাটা বাংলাদেশের ছিল না। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার ফিল্ডটা ডেভলপ করে গ্যাস উৎপাদন করার অনুমতি দেয়। বলে রাখা ভালো, জালালাবাদের গ্যাস কিন্তু বাংলাদেশেই ব্যবহার হচ্ছে।

২০০০ : কিন্তু জালালাবাদের গ্যাস তো আমাদের কিনতে হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে। আমরাই তো ১৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে গ্যাস উত্তোলন করতে পারতাম।

পেট্রোবাংলাকে গ্যাস অনুসন্ধান ও এক্সপ্লোরেশন করতে হবে। এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু পেট্রোবাংলার এরজন্য প্রচুর টাকার দরকার

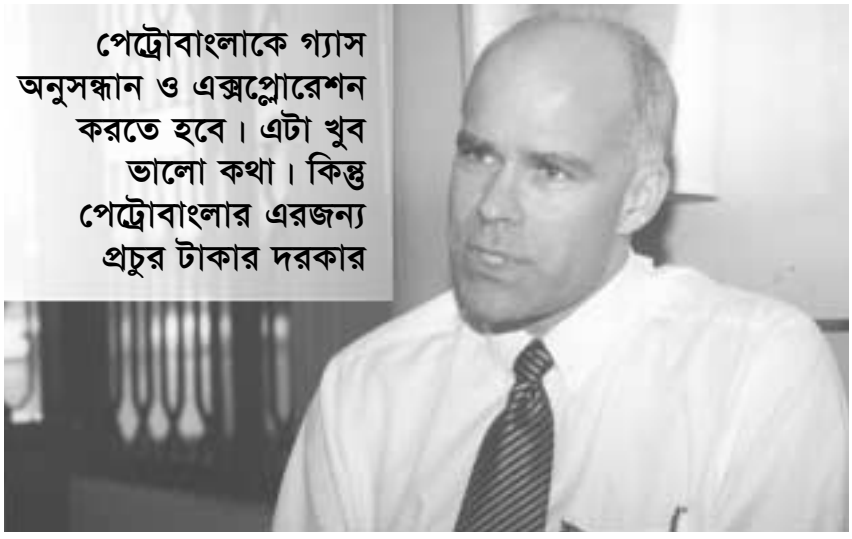

স্কট : আমি আপনাদের আবারো এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় জালালাবাদ গ্যাসফিল্ড উপহার হিসেবে পাওয়া নয়। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে, ফিল্ডটি সিমিটার আবিষ্কার। আমরা সেখানে ফিল্ড ডেভেলপ করেছি, পাইপ লাইন বসিয়েছি এবং ড্রিলিং করেছি। এ জন্য আমাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও ২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যে গ্যাস সরকারকে আমরা বিনা অর্থে সাপ্লাই করেছি। এটা দেয়া হয়েছে জালালাবাদ গ্যাসফিল্ড আবিস্কারের খরচ হিসেবে।

২০০০ : পেট্রোবাংলা যদি আগামীকালের মধ্যে আপনাদের সব পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে কি আপনারা গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব তুলে নেবেন বা আপনাদের অবস্থান থেকে সরে আসবেন?

স্কট : বাংলাদেশে প্রচুর গ্যাস আছে। বাংলাদেশে এখনও ২০ বছর চলার মতো গ্যাস আছে। ২০ বছর কিন্তু অনেক সময়। গ্যাসের পরিমাণও অনেক। ১১ টিসিএফ। উদাহরণ হিসেবে বলি, বাংলাদেশে এখন প্রতিদিন ১১০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট প্রয়োজন হচ্ছে। আইওসি ও সরকার যৌথভাবে এই গ্যাস উৎপাদন করছে। এই অবস্থা যদি আগামী ২০ বছর একইভাবে চলতে থাকে তারপরও বাংলাদেশ একসঙ্গে এত টাকা দিতে পারবে না। আমরা পেট্রোবাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি অকল্পনীয় কোনো পরিবর্তন না আসে, তবে পেট্রোবাংলার পক্ষে এত টাকা পরিশোধ সম্ভব নয়। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আগামীতে আমি সেরকম কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছি না।

২০০০ : প্রসঙ্গ বদলাই, আপনারা বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস ভারতে রপ্তানি করতে চান। এ হিসেবে ২০ বছরে গ্যাস দরকার হয় ৩.৭ টিসিএফ। কিন্তু বিবিয়ানায় আছে মাত্র ২.৪ টিসিএফ। তাহলে বাকি গ্যাস কোথা থেকে আসবে?

স্কট : হ্যাঁ। আপনি একদম সঠিক বলেছেন। এ কারণেই এখন সামনে প্রশ্ন আসছে, বিবিয়ানা থেকে আমরা কিভাবে গ্যাস রপ্তানি করবো, অতিরিক্ত গ্যাসই বা কোথা থেকে আসবে?

২০০০ : জি।

স্কট : আপনার এই প্রশ্নের একটাই উত্তর আমি দিতে পারি, সেটা হলো এখানে আমরা ঝুঁকি নিচ্ছি। মূল রিজার্ভের সঙ্গে ফিল্ড গ্রোথ হিসেবে আরও গ্যাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে বিবিয়ানায়। যার পরিমাণ ৩.১ টিসিএফ বলে ধারণা করছি। হতে পারে সেখানে ২.৪ টিসিএফই আছে বা ৩.১ বা ৩.৪ আছে। কিন্তু ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হচ্ছে। বিবিয়ানায় ২.৪ টিসিএফের বেশিও থাকতে পারে, কমও থাকতে পারে। সেটা আমি বা আপনি কেউ জানি না। তাই কাউকে না কাউকে এই ঝুঁকিটা নিতেই হতো, যেটা ইউনোক্যাল নিচ্ছে।

২০০০ : বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড অবিষ্কার হবার পর ইউনোক্যাল বলেছিল ৬ টিসিএফ গ্যাস পাওয়া গেছে। পরে আবার আপনারাই বললেন ২.৪ টিসিএফ গ্যাস আছে। আপনারা দু'রকম তথ্য দিলেন কেন? আপনারা কি তথ্য গোপন করছেন?

স্কট : অবশ্যই না। অবশ্যই ইউনোক্যাল কিছু গোপন করছে না। দেখেন, ৬ টিসিএফ পেলে তো বাংলাদেশেরই লাভ। এখানে লুকানোর কিছু নেই।

২০০০ : আমার প্রশ্ন ছিল, ইউনোক্যালের মতো দায়িত্বশীল কোম্পানি যদি একই বিষয়ে দু' ধরনের তথ্য জনগণকে দেয়, সেটা তো মানা যায় না। সে কারণেই প্রশ্ন আসছে...

স্কট : ইউনোক্যাল কখনই কাউকেই ধোঁকা বা ভাওতা দিয়ে ব্যবসা করে না। এরকম উদ্দেশ্য আমাদের কোনো কালেই কখনও ছিল না।

অতএব আমরা কাউকে ধোঁকা দিচ্ছি না। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে আমাদের লোকেরা একটা ভুল করে ফেলেছে। ।

২০০০ : দেখেন, ৩.৭ টিসিএফ রপ্তানির জন্য অতিরিক্ত ১.৩ টিসিএফ গ্যাস লাগবে। এই গ্যাসটা কোথা থেকে আসবে?

স্কট : আমরা আগে বলেছিলাম এক রকম, এখন বলছি অন্যরকম। কারণ আগের তুলনায় এখন আমরা বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড সম্পর্কে অনেক বেশি জানি। আমরা গত কয়েক বছর বিবিয়ানা নিয়ে অনেক কাজ করেছি। কূপ খনন করেছি, কূপের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছি। ফলে ধারণাটা এখন অনেক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। মূলত আমরা এখন ফিল্ড গ্রোথের ওপর নির্ভর করছি।

২০০০ : আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশে গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে একটা জনমত তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় আপনারা গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে কতটা আশাবাদী?

স্কট : হ্যাঁ, গ্যাস রপ্তানির ইস্যুটি বাংলাদেশে বর্তমানে অসম্ভব স্পর্শকাতর বিষয়। গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি কঠিন। আসলে এখানকার মানুষ গ্যাস রপ্তানি ইস্যুতে আবেগী। মানুষকে যারা আবেগতাড়িত করে তুলছে বা জনমত গড়ে তুলছে তাদের আমি চিনি না, তাদের সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাও নেই। আবেগতাড়িত হয়ে যারা আজকে গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে তারা আসলে বুঝতে পারছে না, এক সময় এই আবেগ শেষ হয়ে যাবে। গ্যাস রপ্তানি করলে বাংলাদেশে স্রোতের মতো বৈদেশিক মুদ্রা আসবে। এটা বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে কতটা লাভজনক এটা তারা বুঝতে পারছে না। বাংলাদেশ যে শুধু রপ্তানি করে তার লভ্যাংশই পাবেন তা নয়। গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হলে এখানে সাপ্লাইয়ারস কোম্পানি, অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিদেশী কোম্পানি আসবে। এখান থেকেও আপনারা প্রচুর অর্থ আয় করতে পারবেন। পাশাপাশি বিদেশী কোম্পানি যে লাভবান হবে ব্যাপারটা তা নয়। এতে বাংলাদেশী কোম্পানিগুলোও লাভবান হবে। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না।

২০০০ : আপনারা বলছেন ভারতে গ্যাস রপ্তানি করবেন। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের গ্যাসের ওপর নির্ভর করে ভারতে সার, বিদ্যুতের মতো ভারী শিল্প গড়ে উঠবে। এই শিল্পগুলো নিশ্চয়ই ২০ বছরের জন্য করবে না। ২০ বছর পরে আপনি তো গ্যাস দিতে পারবেন না, তখন কি হবে? বড় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে হুমকি দেবে ন্যাশনাল গ্রিড থেকে গ্যাস দেবার জন্য? নাকি তখন ভারতের শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে যাবে?

স্কট : ভারত অনেক বড় দেশ। তারা বিশাল তিনটা এলএনজি প্রজেক্ট করছে। আপনাদের ভাবার কোনো কারণ নেই, তারা বাংলাদেশের গ্যাসের জন্য বসে থাকবে। সুতরাং যারা ভাবছে ২০ বছর পর ভারত বাংলাদেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে তারা আকাশ কুসুম চিন্তা করছে। যে জন্য আমরা বলছি ভারতে গ্যাস রপ্তানির জন্য এটাই সঠিক সময়। সরকারের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

২০০০ : আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাজার খুঁজছেন না কেন? বিনিয়োগটা তো আপনারা এখানেও করতে পারেন।

স্কট : খুব ভালো প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআইকেও দিতে হয়েছিল। উত্তরে তাদের আমি বলেছিলাম, আমি তো গ্যাসের ব্যবসা ছাড়া আর কোনো ব্যবসা বুঝি না। আপনারা কেন এমন কোনো সেক্টর তৈরি করছেন না যেখানে আমি বিনিয়োগ করতে পারি। আপনিই বলেন, যে ব্যবসা আমি জানি না, সেখানে কি বিনিয়োগ করা উচিত?

২০০০ : পিএসসি অনুযায়ী পাইপ লাইনে গ্যাস রপ্তানির কোনো সুযোগ নেই। এলএনজি প্রজেক্ট করে রপ্তানি করুন তাহলে।

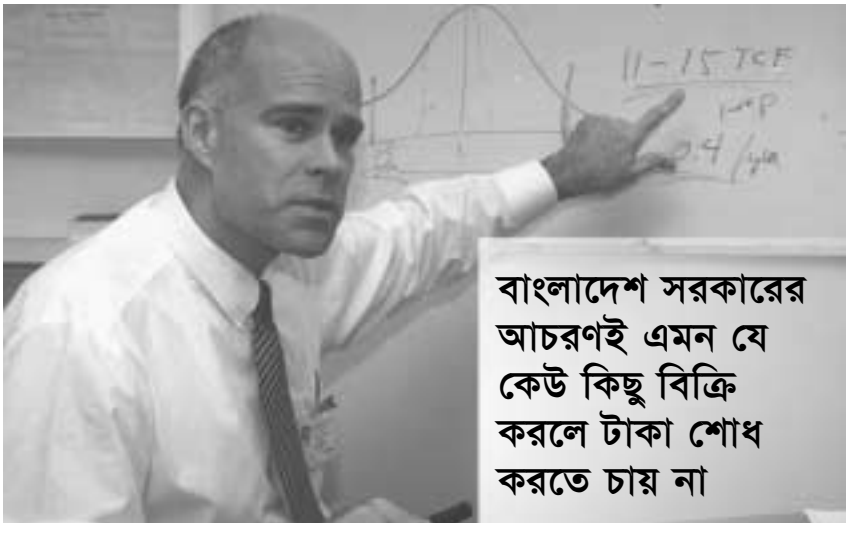

বাংলাদেশ সরকারের আচরণই এমন যে কেউ কিছু বিক্রি করলে টাকা শোধ করতে চায় না

স্কট : আমি যে কোথাও বিনিয়োগ করবো তার ক্ষেত্র কোথায়? আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন, আমি গ্যাসের ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু জানি না। বাংলাদেশে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি আছে, তারা কিছু করুক আমি আনন্দের সঙ্গে তাদের গ্যাস দিয়ে সাহায্য করবো। আমার নিশ্চয়ই উচিত নয় একজন ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে গিয়ে বলা- ভাই তুমি এটা কর, সেটা কর, আমি বিনিয়োগ করবো। আর এলএনজি বিলিয়ন ডলারের ব্যাপার। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন, সেখানে উৎপাদন খরচ অনেক কম। এলএনজির জন্য যত বড় গ্যাস ফিল্ড দরকার, সেটা বাংলাদেশে নেই। যে কারণে এলএনজি আমাদের জন্য লাভজনক নয়।

২০০০ : বিবিয়ানার যে গ্যাস তার একটা বড় অংশ তো সরকারের। এখন সরকার যদি তার অংশ রপ্তানি না করে, তবে কিভাবে আপনি বিবিয়ানার পুরো গ্যাস রপ্তানি করবেন?

স্কট : খুব ভালো প্রশ্ন। পাশাপাশি জটিলও বটে। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা এখনও ভাবিনি। এ বিষয়টা নির্ভর করছে বাংলাদেশ সরকার এবং আইওসির মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর। বিষয়টা আন্তর্জাতিকও বটে।

২০০০ : বুয়েটের সাবেক ভিসি নুরুদ্দিন আহমেদ, যিনি জাতীয় রিজার্ভ কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বলেছেন, গ্যাস রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য লাভজনক নয়। অন্যদিকে কমিটিতে ছিলেন ড. তামিম, ড. ইজাজ হোসেন, ড. এডমুন্ড গোমেজ যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষে বলেন। শোনা যায় তারা নাকি ইউনোক্যালের কাছ থেকে বিশেষ ধরনের সুবিধা-সুযোগ পায়... যারা এ কথা বলেন তাদের প্রত্যেকেরই সমাজে আলাদা পরিচয় আছে...

স্কট : লোকজন যদি এমন কথা বলেই থাকে তবে সেটা দুঃখজনক। একবার ড. ইজাজ আমার বাসায় এসেছিল, তাকে আমি পিজা খেতে দিয়েছিলাম । ড. ইজাজ, তামিম, গোমেজদের মতো লোকেরা টাকা নিয়ে/খেয়ে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে বলবে এটা কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়? এদের প্রত্যেকেরই সমাজে আলাদা পরিচয় আছে। আপনিই বলেন, ইউনোক্যালের কাছ থেকে তাদের টাকা খাওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? এগুলো মিথ্যে কথা। ইউনোক্যালের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। ইউনোক্যাল তার পক্ষে বলার জন্য কাউকে টাকা দেয় না।

২০০০ : বিবিয়ানা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত পাইপলাইন বসাতে কত জমি নষ্ট হবে?

স্কট : আমি সঠিক বলতে পারি না পাইপলাইন বসাতে কত জমি নষ্ট হবে। এই পরিকল্পনাটা করছে জিটিসিএল। আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা শীঘ্রই জিটিসিএলের সঙ্গে কাজ শুরু করবো।

২০০০ : আপনারা বলছেন, গ্যাস রপ্তানি করলে বাংলাদেশ ২০ বছরে ২০ হাজার কোটি

টাকা আয় করতে পারবে। এটা তো একসঙ্গে পাবে না। ফলে ২০ হাজার কোটি টাকার মান কি বর্তমান টাকার মানের সমান হবে? এবং আপনাদের হিসাবেও একটা গরমিল আছে যেটা ড. আবুল বরকত বলেছেন...

স্কট : আমরা এ হিসাব দিয়েছি প্রতিদিন ৫০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাস রপ্তানি ও পাইপ লাইন থেকে প্রাপ্ত হিসাবের ওপর নির্ভর করে (পরে এ বিষয়ে ইউনোক্যাল থেকে সঠিক হিসাব পাঠানোর কথা বললেও তারা পাঠায়নি)।

২০০০ : আচ্ছা ইউনোক্যাল তো বাংলাদেশের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। যেমন আমেরিকা, বিশ্বব্যাংক, দাতা সংস্থা, এডিবি'র মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ওপর চাপ দিচ্ছে ইউনোক্যালের ইন্ধনে।

স্কট : ঘটনাগুলো খুব বিক্ষিপ্ত। গ্যাসের বাজার নিয়ে আমরা কাজ করেছি। যেমন এডিবিকে আমরা বললাম যে বাংলাদেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গে গ্যাস দেওয়াটা লাভজনক হবে না। সেখান থেকে ভালো দামও পাবে না। এডিবি কিন্তু আমাদের সঙ্গে একমত। আসলে এই যে বিশ্বব্যাংক, এডিবি বা আমেরিকার চাপের কথা বলছেন, এতে করে আমরা সবাই কিন্তু লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছি। কারণ আমরা মনে করি না বিশ্বব্যাংক বা এডিবি শুধু পাইপলাইন উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসবে তা নয়। ব্যাপারটা হলো এখানে প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা কেন বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য ইন্ধন জোগাবো? বাংলাদেশ সরকার যদি কিছু না করতে চায় তবে সেটা কি কেউ তাকে জোর দিয়ে করাতে পারবে? পারবে না। ইউনোক্যাল কাউকে দিয়ে চাপ প্রয়োগ করাচ্ছে না। আমরা শুধু সরকারকে পরামর্শ দিতে পারি গ্যাসের ব্যবহারে কিভাবে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে।আমেরিকায় ইউনোক্যাল খুব ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তার জন্য কেন আমেরিকা বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে যাবে!

২০০০ : আপনি জানেন যে, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এখনও গ্যাস পৌঁছায়নি। দেশের গৃহিণীরা এখনও গাছ, কাঠ, পাতা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। তো দেশের সব জায়গায় গ্যাস দিতে পারলে গৃহিণীদের গড় আয়ু ৫ বছর করে বেড়ে যাবে। আপনারা বাংলাদেশের বন্ধু দাবি করছেন। তাহলে তো আপনাদের এই কাজটি আগে করা উচিত।

স্কট : হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি বলি না কাঠ জ্বালানি হিসেবে ভালো। আমিও চাই বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্যাস ব্যবহার করুক। এটা করা গেলে খুব ভালো হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, পাইপলাইনে দেশের সব জায়গায় গ্যাস নিয়ে যাওয়া কঠিন এবং ব্যয়বহুলও বটে। এ ব্যাপারে অনেকেই আমাদের জিজ্ঞেস করেছে। আমরা তাদের বলেছি, এ ব্যাপারে ইউনোক্যাল খুবই পজেটিভ। এই ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো হয় এলপিজি করা।

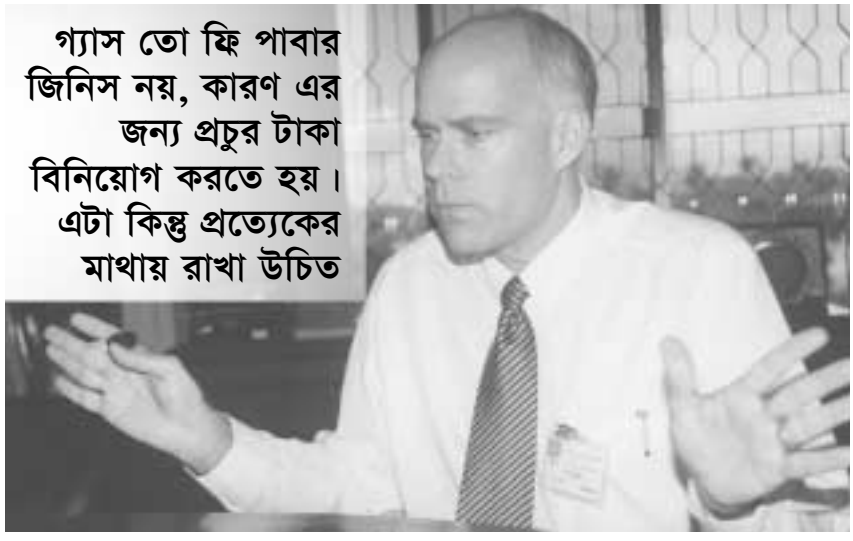

গ্যাস তো ফ্রি পাবার জিনিস নয়, কারণ এর জন্য প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। এটা কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় রাখা উচিত

২০০০ : আপনারা কি এলপিজি করবেন?

স্কট : আমরা... করতেও পারি। সময় বলে দেবে।

২০০০ : আপনারা তো বাংলাদেশের বন্ধু বলে দাবি করছেন। অথচ আপনারা এলপিজি করবোই এ ধরনের কথা কেন বলছেন না?

স্কট : প্রথম কথা হলো আমরা এলপিজি করতে আগ্রহী নই। ইউনোক্যাল গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রিলিং ও গ্যাসফিল্ড ডেভেলপের কাজ করে। এটাই ইউনোক্যালের মূল ব্যবসা। এ বিষয়ে আমাদের সবচে' বেশি বিশেষজ্ঞ রয়েছে।

২০০০ : অভিযোগ আছে, ইউনোক্যাল আফগানিস্তানে তালেবান সরকারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। বার্মায় পাইপলাইন বসানোর জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও উঠেছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি সম্পর্কে বিশ্বে খুব ভালো ধারণা নেই। নাইজেরিয়া তার বড় উদাহরণ।

স্কট : ভালো। খুব মজার খবর। এটা দিয়ে খুব ভালো সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখা যেতে পারে। ইউনোক্যাল আফগানিস্তান বা তেমন কাউকে টাকা দেয় না। সেখানে আমরা শুধু কিছু ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। সেগুলোও আমাদের সেক্টর সম্পর্কিত। আর বার্মার প্রেস খুব খারাপ। বার্মায় আমাদের সম্পর্কে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থাকলেও তার কোনো প্রমাণ নেই। আর বার্মা সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানি না।

২০০০ : মাগুরছড়ার ক্ষতিপূরণ কি আপনারা দেবেন? এবং মাগুরছড়ার তদন্ত রিপোর্ট লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে আপনাদের অদৃশ্য হাত ছিল শোনা যায়...

স্কট : এখানে দুটো অভিযোগ। একটা হলো, ওখানকার বনজ সম্পদ নষ্ট হওয়ায় পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। আপনারা কি ওখানকার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানেন? সেখানে প্রচুর গাছ লাগিয়েছি আমরা, জায়গায়টা এখন দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে। আমি ঠিক এখন পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না, এই রিপোর্টটাকে কেন 'গোপনীয়' বলা হচ্ছে? আমি তো জানি সব ডক্যুমেন্টই পাবলিক ডক্যুমেন্ট। এমনকি পিএসসিও তাই। এসব পাবলিক ডক্যুমেন্ট নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। এতো লুকোছাপার কোনো বিষয় নয়। আমি বলতে পারি, মাগুরছড়ার পুড়ে যাওয়া গ্যাস পরে অন্যভাবে রিকভার করা হয়েছে। সেটা হলো পরে যে সাপ্লিমেন্টারি চুক্তি হয় সেখানে আমরা পেট্রোবাংলার শেয়ার ৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এটা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

সহযোগিতায় **পলা আজিজ ফাহিম হুসাইন** ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০ কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিতে নিন
ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা ৩টি বিমান টিকেট,
রঙিন টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর
এবং...

বিস্তারিত দেখুন ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠায়